ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল গ্রামের সাপের কামড়ে আরাফাত হোসেন
(১৪) নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাতে সদর ঘোড়শাল গ্রামের তালতলা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত আরাফাত হোসেন ওই গ্রামের হান্নান মুসল্লীর ছেলে।

স্বজনরা জানায়, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো আরাফাত হোসেন। রাত ১১ টার দিকে ঘুমের মধ্যে বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। টের পেয়ে স্বজনরা তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বাড়ি ফিরলে রাত ৩ টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরাফাতের মৃত্যু হয়। কিশোর আরাফাত ঘোড়শাল মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলো।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা: রাজিয়া সুলতানা বলেন, আরাফাতকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

গাংনীতে বর্ষা মৌসুমে গ্রামে বেড়েছে সাপের আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনীতে হঠাৎ বেড়েছে সাপের উপদ্রব। দিন-রাত মানুষের মধ্যে সাপের আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষের শয়নকক্ষেও মিলছে সাপের দেখা। গত শনিবার রাতে বিষধর সাপের কামড়ে সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিষধর সাপ দেখা দেওয়ায় জনমনে আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্ষা মৌসুম এলেই গাংনীতে সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। তবে বর্তমানে যে সাপগুলো দেখা যাচ্ছে, তা পাঁচ-সাত বছর আগেও দেখা যেত না। স্থানীয়রা বলছেন, এগুলো

অত্যন্ত বিষধর। সাপগুলোর মধ্যে কালাচ, চন্দ্রবোড়া ও পদ্মগোখরা অন্যতম। গত সোমবার একজনের বাড়ির গেটের সামনে বিষধর সাপ দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মো. তামিম হোসেন নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, “গত সোমবার বাড়ির গেটের সামনে একটি সাপ দেখতে পাই। লোকজন বলছে এটি কালাচ বা চন্দ্রবোড়া। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম, পরে লোকজন ডেকে সাপটি মেরে ফেলি। সাপটি মারার পর থেকে আমার মনে এখন সাপের আতঙ্ক কাজ করছে।

সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত মো. রিয়াজুল ইসলাম জানান, চলতি বছরে তিনি প্রায় সাড়ে ৩০০ পদ্মগোখরা সাপ ধরেছেন। গত এক সপ্তাহেই ধরেছেন প্রায় ১০০টি সাপ। তিনি ৩২ বছর ধরে এ পেশায় আছেন এবং সাপ ধরার কৌশল তার বাবার কাছ থেকে শিখেছেন। ধরা পড়া জীবিত সাপগুলো তিনি সাপুড়েদের কাছে দিয়ে দেন।

সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে মো. মোমিদুল ইসলাম বলেন, “মানুষ এখনো কবিরাজ বা ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়ফুক করায় বিশ্বাসী। এটা ঠিক নয়। সাপে কাটা রোগীকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে এন্টিভেনম দিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ঝাড়ফুকের ওপর ভরসা করে সময় নষ্ট করা একদম উচিত নয়।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. একরামুল হক বলেন, “সাপে কাটার পর অধিকাংশ পরিবার রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝা বা কবিরাজের কাছে নিয়ে সময় নষ্ট করে। সচেতনতার অভাবেই সাপে কাটা রোগী মারা যায়। সাপে কাটার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত এন্টিভেনম মজুত আছে। দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে আসার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

গাংনীতে সাপের কামড়ে সপ্তম

শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে জুই খাতুন (১৩) নামে এক সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জুই খাতুন উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের জামাল উদ্দিনের মেয়ে এবং স্থানীয় এবাদতখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

প্রতিবেশী হাসিবুল ইসলাম জানান, শনিবার রাতে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকার সময় বিষধর একটি সাপ জুইকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

দর্শনার যদুপুরে সাপের কামড়ে জামায়াত নেতার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জামায়াত নেতা ক্বারী শাফায়াত উল্লাহর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ যদুপুর গ্রামের কুমিল্লাপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাতে ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ১টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়।

পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর ওলামা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি এলাকায় একজন ধর্মপ্রাণ, সজ্জন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় মুসল্লি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, “বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কেউ অবগত করেনি।”

গাংনীতে সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিষধর সাপের কামড়ে শামীম হোসেন (১৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত শামীম হোসেন উপজেলার করমদি গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। গতকার মঙ্গলবার দিনগত মধ্যরাতে শয়নকক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড় দেয় শামীমকে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে নিজ কক্ষে শামীম হোসেন ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সাপে কামড় দেয়। পরে বাড়ির লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তার অবস্থার অবনতি হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

৩টার দিকে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সাপে কাটে তাকে। স্থানীয়ভাবে তাকে ওঝা দিয়ে ঝাঁড়ফুঁক দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে শিশুটি মারা যায়।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওঝাগিরি নিষেধ জেনেও ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে গত কয়েক বছরে রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যু হয়েছে। মৃত রোগীদের সবাইকেই সাপে কামড়ালে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে ঝাড়-ফুক করা হয়েছে।

সাপে কামড়ালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাসপাতালে পৌছে চিকিৎসা নিলে রোগীর মৃত্যুর শঙ্কা থাকেনা। সাপে কামড়ানো রোগীর মৃত্যুর কারণ সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে না আসা এবং ওঝার বাড়িতে ঝাড়-ফুক করে সময় নষ্ট করা। ওঝার বাড়িতে ঝাড়-ফুক করে রোগীর যন্ত্রণা উপশম না হলে শেষ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে দেশের সর্বত্র এন্টিভেনম পাওয়া যায়। শুধু প্রয়োজন সাপে কামড়ালে ওঝার বাড়িতে না নিয়ে সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ঝিনাইদহের স্বাস্থ্য বিভাগ ওঝার মিথের কাছে পরাজিত হচ্ছে। মানুষকে কিছুতেই ওঝাগীরির বিশ্বাস থেকে সরানো যাচ্ছে না।

গত সপ্তাহের রবিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আওয়াল ও সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান ওঝাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পুলিশকে নির্দেশনা দেন।

সাপে কামড়ালে ওঝাদের কাছে না নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইকিং করার প্রস্তাবনাও রাখা হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে

জেলা সমন্বয় সভায় ওঝাগীরী বন্ধে জেলা প্রশাসক মহোদয় ও আমি সকল ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পুলিশকে ওঝাগীরিতে মানুষের বিশ্বাস তৈরি হয় এমন কর্মকান্ড রোধ করতে বলা হয়। কিন্তু তার পরেও দুই উপজেলায় জাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। খুব দুঃজনক। সাপ একটি বিপজ্জনক বন্য প্রাণি।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরাকে সদর উপজেলা এলাকার দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত ঝাপান খেলার বিষয়ে জানতে চাইলে বৃহষ্পতিবার তিনি বলেন, আমার জানা ছিল না। এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।

স্বেচ্ছায় সারাদেশে বিষধর সাপসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণি উদ্ধারের কাজ করেন বোরহান বিশ্বাস রোমন। তিনি বলেন, সাপে কাটার চিকিৎসা হাসপাতালে করানোর রীতির সাথে ঝাপান খেলা সাংঘর্ষিক। ঝাপান খেলা মানুষের ওঝার প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস তৈরি করে। ঝাপান খেলা বন্ধ করা উচিৎ। এটা দেশের আইন অনুযায়ী একটি দন্ডনীয় অপরাধ। প্রশাসন চাইলে আইন অনুয়ায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন।

কোটচাঁদপুরে সাপের কামড়ে ১ সপ্তাহে ৩ জনের মৃত্যু

অতি বর্ষণে চারিদিকে থই থই পানি, ভরে গেছে গেড়ে গর্ত, মাটির নিচের সাপ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসছে মানুষের বসত ঘরে। বাড়ছে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা। অসচেতনতা আর অবহেলায় হচ্ছে মৃত্যু।

গত ১ সপ্তাহে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা তিনজন রোগীকেই এন্টিভেনম না দিয়ে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে। রেফার্ডকৃত তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুইজনই শিশু। ফলে এলাকায় দেখা দিয়েছে চরম সাপ আতঙ্ক। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোটচাঁদপুর বলুহর মাঠপাড়ার মাহতাব উদ্দিনের স্ত্রী নাছিমা বেগম (৪৫) গত মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) রাতে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

একই রাত্রে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার পাকা গ্রামের আসিবুল হকের মেয়ে শিশু রশ্মি খাতুন (৫) কে সাপে কামড়ে দেয়। তাঁকেও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পরপরই তার মৃত্যু হয়।

গত সোমবার রাতে সুতি দুর্গাপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের দুই বছর বয়সী মেয়ে শিশু সাদিয়া খাতুন রাতের খাবার শেষে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাকে সাপে কামড় দেয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই তিনটি মৃত্যুই ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসার পর রেফার্ড বা চিকিৎসার অভাবে। অথচ এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এন্টিভেনাম মজুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ আশরাফুল ইসলাম। এ বিষয়ে চিকিৎসক ডা. আশরাফুল ইসলাম বলেন, এন্টিভেনাম দেওয়ার পর শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ রোগীর শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
তখন প্রয়োজন হয় আইসিইউ বা নিবিড় পর্যবেক্ষণের। কিন্তু আমাদের এখানে সে সুবিধা না থাকায় জটিলতা এড়াতে রোগী রেফার্ড করে দিতে হয়।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, হাসপাতালে এন্টিভেনম আছে। তাহলে ১ সপ্তাহে ৩ জন মারা গেলো তাদের এন্টিভেনম দেয়া হয়েছিলো কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ফোনে কিছু বলা যাবে না। হাসপাতালে এসে তথ্য নিতে হবে বলেই ফোন কেটে দেন।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]